THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরঃ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রসারে ৪০০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা পেল বাংলাদেশ

ঢাকা, জানুয়ারি ২৫, ২০১৫: আজকে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংকের রেয়াতি শর্তের অর্থায়নকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের (আইডিএ) সাথে চলমান 'তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির ()' জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই অর্থায়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯.৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থীকে মানসম্পন্ন শিক্ষা এবং তাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে উপকৃত করবে।

এই অতিরিক্ত অর্থায়নের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা বাড়ালো। পিইডিপি-৩ প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং বিশেষ শিক্ষা উপকরণের মাধ্যমে বিশেষ করে অবহেলিত এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচী চালু অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জোহানেস জাট বলেন, *''বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শিশুই আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। সরকাররে ধারাবাহিক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে সার্বজনীন শিক্ষা এবং ছেলে-মেয়ে শিক্ষার্থীর সমতা অর্জন হয়েছে। গুণগত মানের উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, সমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনকে এগিয়ে নেয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষায় একটি কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সহায়তা বৃদ্ধি করেছি।''*

পিইডিপি-৩ সারা বিশ্বে খ্যতিমান একটি কর্মসূচি হিসাবে বিবেচিত । পিইডিপি-৩ এবং এর আগের কর্মসূচি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার ৯৭ শতাংশের উপরে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার ৭৯ শতাংশে উন্নীত করতে সাহায্য করেছে। শিক্ষা বর্ষের প্রথম মাসের মধ্যে পাঠ্যবই পাওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০১০ সালের ৩২ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

মেধার ভিত্তিতে সময়মতো শিক্ষক নিয়োগ, ১৮ মাসের একটি ডিপ্লোমা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণেও এই কর্মসূচি সহায়তা করছে। এই অর্থায়ন অবকাঠামো এবং আই সি টি সহ বিদ্যালয়ের সুবিধাদির মান উন্নত করতেও অবদান রাখছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ''শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ মানে দেশের ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ। সরকারের প্রতিশ্রুত 'সবার জন্য শিক্ষা' এজেন্ডারই প্রতিফলন এই কর্মসূচি। এই অতিরিক্ত অর্থায়ন দরিদ্রতম শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার মাধ্যমে সম্পৃক্ততা ও সমতা নিশ্চিত করবে। ফলে তাদের প্রাথমিক িশক্ষা গ্রহন সহজতর হবে ও বড় হলে অধিক আয় করতে পারবে।''

পিইডিপি-৩ সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি কর্মসূচি যাতে নয়টি উন্নয়ন সহযোগী সহায়তা দেয়। পিইডিপি-৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও নিরীক্ষার জন্য দেশীয় পদ্ধতির ব্যবহার চালু করে এবং প্রাথমিক শিক্ষা খাতে এটি বিদেশি অর্থায়নের একটি সমন্বিত কর্মসূচি।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে বাংলাদেশের পক্ষে মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন ও বিশ্বব্যাংকের পক্ষে জোহানেস জাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ।

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

NEWS RELEASE

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বড় বিদেশি অর্থায়নকারী। বর্তমানে শিক্ষা খাতে বিশ্বব্যাংকের প্রতিশ্রুত সহায়তার পরিমাণ ১.৫ বিলিয়ন ডলার, এর আওতায় রয়েছে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ভুক্ত, বৃত্তিমূলক এবং বিদ্যালয়ের বাইরে থাকা শিশুরাও।

ছয় বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের দেয়া (আইডিএ) ঋণের মেয়াদ ৩৮ বছর এবং সার্ভিস চার্জ ০.৭৫ শতাংশ।

Contacts:
In Washington: Gabriela Aguilar, (202) 473-8955, gaguilar2@worldbank.org
In Dhaka: Mehrin Ahmed Mahbub, (880-2) 8159001, mmahbub@worldbank.org

For more information on the World Bank in Bangladesh, please visit:
http://www.worldbank.org/bd
Visit us on Facebook: http://www.facebook.com/worldbankbangladesh